

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ডিসেম্বর ২২, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০৮ পৌষ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২২ ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৫৮(মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৮-৯-১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২২-১২-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত
অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(১৭০৯৯)

মূল্য : টাকা ৮.০০

২। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (৩) এ “টেলিযোগাযোগ” শব্দের পর “নিয়ন্ত্রণ” শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে।

৩। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৮ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“৮। কমিশনের কার্যালয়।—কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কমিশন, প্রয়োজনবোধে, দেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, শাখা কার্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জনবল এবং অনুমোদিত বাজেটের অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইলে সেইক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।”।

৪। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (২) এর “তিন” শব্দের পরিবর্তে “চার” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর বিদ্যমান উপ-ধারা (৪), (৫), (৬) এবং (৭), যথাক্রমে উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) এবং (৬) হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত হইবে।

৬। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এবং (গ) তে উল্লিখিত “সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৭। ২০০১ সনের ১৮ নং আইন এ নূতন ধারা ২১ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“২১ক। সার্বজনীন সেবা তহবিল।—(১) কমিশনের অধীন ও তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সার্বজনীন সেবা তহবিল [Bangladesh Universal Service Obligation Fund (BUSOF)] নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) ভৌগোলিক বা অর্থনৈতিক কারণে টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় টেলিযোগাযোগ সুবিধা বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে সরকার প্রদত্ত অনুদান, অন্য কোন দেশী বা বিদেশী বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, টেলিযোগাযোগ ও বেতার যোগাযোগ পরিচালনাকারীদের নিকট হইতে আদায়কৃত অর্থ এবং অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত যে কোন অর্থ এই তহবিলে জমা হইবে।

(৩) কমিশনের লাইসেন্সধারী পরিচালনাকারীগণের নিকট হইতে সার্বজনীন সেবা তহবিলের জন্য অর্থ আদায়ের হার, তহবিল প্রশাসন, হিসাব সংরক্ষণ, ব্যাংক হইতে অর্থ উত্তোলন পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।”।

৮। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর—

- (ক) “৯০ (নব্বই)” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে “১২০ (একশত বিশ)” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি; এবং
- (খ) “মন্ত্রীর নিকট পেশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর—

- (ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (জ) এর শেষে উল্লিখিত দাড়ি এর পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ উপ-দফা (ঝ) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—
“(ঝ) ইন্টারনেট ডোমেইন নেম (Internet Domain Name) সংক্রান্ত নির্দেশনা (guideline) প্রণয়ন, যথাযথ ক্ষেত্রে উহা পরিবর্তন বা সংশোধন, বাস্তবায়ন, ইন্টারনেট ডোমেইন নেম সংক্রান্ত অভিযোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তিকরণে সরকারকে সহায়তা প্রদান।”; এবং
- (খ) উপ-ধারা (২) এর দফা ক্রমিক “(ন)” এর পরিবর্তে দফা ক্রমিক “(গ)” প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (থ) এর পর নিম্নরূপ দফা (থথ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

- “(থথ) কমিশনের লাইসেন্সধারী, পারমিটধারী বা তালিকাভুক্ত ভেতরদের মধ্যে কোন বিরোধের উদ্ভব হইলে যদি উহা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ নিজেদের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে কমিশন উহা নিষ্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে এবং উক্ত বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে।”।

১১। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (২) এর “১০ (দশ) লক্ষ টাকা” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (৮) এর বিদ্যমান দফা “(ঘ)” দফা “(গ)” হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত হইবে।

১৩। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৭ এর—

- (ক) উপ-ধারা (১) এর “কোন লাইসেন্স” শব্দগুলির পরিবর্তে “কমিশনের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন লাইসেন্স” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (খ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর “অনধিক” শব্দের পরিবর্তে “অন্যন” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

- (গ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঝ) এর উপ-দফা (আ) এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পূর্বানুমতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশন বিবেচনা করিবে যে, প্রস্তাবিত পরিবর্তন বা একীভূতকরণের ফলে যে ব্যক্তি, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সের নিয়ন্ত্রণ লাভ করিবেন সে ব্যক্তি, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান উক্ত লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য কি না এবং অনুমতি প্রদানের ফলে লাইসেন্সকৃত কাজ-কর্ম ব্যাহত হইবে কি না।”; এবং

- (ঘ) উপ-ধারা (৩) এর বিদ্যমান দফা “(ন)” দফা “(৭)” হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত হইবে।

১৪। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪০ সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (৪) এর—

- (ক) দফা (ক) এর “৩ (তিন) লক্ষ টাকা” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “৪০০ (চারশত) কোটি টাকা” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
(খ) দফা (খ) এর “৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (গ) বিলুপ্ত হইবে।

১৬। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর—

- (ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর “৩৬(৩)” সংখ্যা ও বন্ধনীর পর “এ” শব্দ সন্নিবেশিত হইবে;
(খ) উপ-ধারা (৩) এর—
(অ) দফা (ঘ) এর “৩ (তিন) লক্ষ” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “৫০০ (পাঁচশত) কোটি” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
(আ) দফা (ঘ) এর প্রাহুস্থিত “অথবা” শব্দটি বিলুপ্ত হইবে; এবং
(ই) দফা (ঙ) এর প্রাহুস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে “;অথবা” সেমিকোলন চিহ্ন ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
(গ) দফা (ঙ) এর পর নিম্নরূপ দফা (চ) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“(চ) লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ত্রোকাবদ্ধ করিয়া লাইসেন্সাধীন সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা, উন্নয়ন ও যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে প্রশাসক বা রিসিভার (Administrator or Receiver)

নিয়োগ করিতে পারিবে; উক্তরূপে প্রশাসক বা রিসিভার নিয়োগ করা হইলে ফ্রোকাবন্ধকাল শেষে কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক উক্ত প্রশাসক বা রিসিভার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির মালিক বা মালিকের বৈধ উত্তরাধিকারীর নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠান বুঝাইয়া দেওয়াসহ উহা তাঁহার হেফাজতে থাকাকালীন সময়ের হিসাব পত্রাদি বুঝাইয়া দিবেন।”।

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এ “কোন উক্ত আদালত” শব্দগুলির পরিবর্তে “উক্ত আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান ভঙ্গ করিলে কমিশন পরিচালনকারীর উপর অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে বা ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য পরিচালনকারীকে নির্দেশ দিতে বা সংশ্লিষ্ট বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকার জন্য উক্ত পরিচালনকারীকে নির্দেশ দিতে বা এইরূপ একাধিক বা সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।”।

১৮। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (৬) এর দফা (ক) এর “কোস্ট গার্ড,” শব্দগুলি ও কমার পর “আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী,” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৭) এর—

(অ) “১০ (দশ) লক্ষ” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “৫০০ (পাঁচশত) কোটি” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি; এবং

(আ) “২০ (কুড়ি) হাজার” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “১০ (দশ) কোটি” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৯। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(২) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত একজন কমিশনার ও অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হইবে এবং কমিটির সভাপতি হইবেন উক্ত কমিশনার।”।

২০। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৭ এর উপ-ধারা (৩) এর “৫ (পাঁচ) লক্ষ” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “১০০ (একশত) কোটি” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২১। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“৫৮। তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির নির্গমন, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ।—বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হইয়াছে এইরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তির বিধান এবং পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২১ নং আইন) ও বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর বিধান সাপেক্ষে কমিশন বাংলাদেশের ভূখণ্ডে, আঞ্চলিক সমুদ্রসীমায় (territorial waters) এবং উক্ত ভূখণ্ড ও সমুদ্রসীমার উপরস্থ আকাশে বেতার যোগাযোগ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা হইতে সকল প্রকার তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তির নির্গমন (emission), পরিবীক্ষণ ও উহার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে।”।

২২। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (১) এর “ব্যবস্থা করিবে এবং এইসব কেন্দ্রের অবস্থান ও উহার সহিত যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ” শব্দগুলির পরিবর্তে “ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং এইসব কেন্দ্রের অবস্থান ও উহার সহিত যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ স্বীয় ওয়েবসাইটে এবং ঢাকা হইতে প্রকাশিত জাতীয় পর্যায়ের কমপক্ষে দুইটি বাংলা ও দুইটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায়” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৩। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬১ এর—

(ক) উপ-ধারা (৪) এর “প্রথম শ্রেণীর” শব্দগুলির পর “জুডিশিয়াল” শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৮) এর “৩ (তিন) লক্ষ” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “১০০ (একশত) কোটি” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৪। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর পরিবর্তে বিদ্যমান দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(ক) উক্ত লংঘনকারীর উপর অনধিক ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা এবং উক্ত আদেশের পর যতদিন লংঘন চলিতে থাকে উহার প্রতিদিনের জন্য অনধিক অতিরিক্ত ১০(দশ) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারে; এবং”।

২৫। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৪ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(৩) উক্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর বিধান লংঘন করিলে কমিশন তাহার উপর অনধিক ১০০ (একশত) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত জরিমানা পরিশোধ না করা হইলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।”।

২৬। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এর দফা (গ) এর—

(অ) উপ-দফা (অ) এর “নোটিশে উল্লিখিত” শব্দগুলির পর “সময়ের মধ্যে” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(আ) দফা (আ) এর “জরিমানা কমানোর জন্য” শব্দগুলির পর “নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কমিশন সমীপে” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(ই) দফা (ই) এর “দায় হইতে অব্যাহতির” শব্দগুলির পর “জন্য নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কমিশন সমীপে” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এর “২” সংখ্যাটির পরিবর্তে “৩” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(৭) কোন লংঘনকারী এই ধারার অধীনে তাহার উপর আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বা উপ-ধারা (৪) মোতাবেক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বা উপ-ধারা (৫) মোতাবেক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করিলে উক্ত লংঘন একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত লংঘনকারী আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।”।

২৭। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৬ এর উপ-ধারা (২) এর “৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০০ (একশত) কোটি” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৮। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (২) এর “৩ (তিন) লক্ষ” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “১০০ (একশত) কোটি” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৯। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৮ এর উপ-ধারা (২) এর “৫ (পাঁচ) লক্ষ” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “১০০ (একশত) কোটি” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩০। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৯ এর “৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ২০ (বিশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩১। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭১ ধারার সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭১ এর “৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ২০ (বিশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩২। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭২ এর দফা (ঙ) এর “ ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৭ (সাত) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০০ (একশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৩। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর “সেবা গ্রহণের” শব্দগুলির পূর্বে “টেলিযোগাযোগ বা বেতার যোগাযোগ” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর “ অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে এবং এই অপরাধ অব্যাহত থাকিলে এই অব্যাহত মেয়াদের প্রথম দিনের পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “অনধিক ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে এবং এই অপরাধ অব্যাহত থাকিলে এই অব্যাহত মেয়াদের প্রথম দিনের পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য অনধিক ১০ (দশ) কোটি টাকা” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে”;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর “২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০০ (একশত) কোটি টাকা” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর “ অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, বন্ধনীগুলির পরিবর্তে “ অনধিক ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৪। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭৫ এর—

(ক) দফা (ক) এর “অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে “অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দফা (খ) এর “লক্ষ” শব্দের পরিবর্তে “কোটি” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৫। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (২) এর “সেশন” শব্দটির পরিবর্তে “প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৬। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭৭ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৭৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“৭৭। অপরাধের বিচার।—(১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত সকল অপরাধ আমলযোগ্য (Cognizable) হইবে।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিদর্শক বা কমিশনের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট ব্যতীত কোন আদালত এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন এখতিয়ারাধীন আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও অনুসন্ধান করার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা কমিশনের কোন কর্মকর্তা পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করেন নাই, অথচ উক্ত অভিযোগ বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা রহিয়াছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা কমিশনকে গুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ রিপোর্ট ব্যতিরেকে উক্ত অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে, অথবা যথাযথ মনে করিলে উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিদর্শককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং অনুরূপ নির্দেশ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করিতে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বাধ্য থাকিবে এবং উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ আমলে লইতে পারিবে।

(৩) মেট্রোপলিটন এলাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটন এলাকা বহির্ভূত প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এই আইন ও ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত সকল অপরাধের বিচার করিতে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

(৪) অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যদি এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন আইনে বর্ণিত

অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় সম্পাদন করা সমীচীন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট উভয় অপরাধ আমলে লইয়া ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুসারে মামলাটি, বিচারের জন্য প্রস্তুত করিয়া, অন্য আইনে বর্ণিত অপরাধ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য হইলে, বিচার নিষ্পত্তির জন্য মামলাটি, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করিবে, অথবা অন্য আইনে বর্ণিত অপরাধটি বা অপরাধগুলি দায়রা আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হইলে, বিচার নিষ্পত্তির জন্য মামলাটি, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট দায়রা আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আদালতে প্রেরণ করিবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট আদালত উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রাপ্ত একই মামলায় অন্তর্ভুক্ত সকল অপরাধের বিচার করিয়া সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মোতাবেক দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে এবং অপরাধ সংঘটনে জড়িত আলামতসমূহ, ধারা ৮১ এর বিধান সাপেক্ষে, কমিশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোন অপরাধের বা নির্দিষ্ট শ্রেণীর অপরাধের মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন থাকিলে ধারা ৭৮ এর বিধানাবলী অনুসরণ ব্যতিরেকে পরিদর্শক তাহার রিপোর্ট সরাসরি সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট পেশ করিতে পারিবে এবং উহার ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৭) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ৩১ নং অধ্যাদেশ) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ঘটনাস্থলেই এমনভাবে আমলযোগ্য ও দণ্ডনীয় হইবে যেন এই আইন মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ এর তফসিল বর্ণিত আইন।

(৮) ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের তলব অনুসারে উপস্থিত কোন মামলার সাক্ষীকে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতিরেকে ফেরত দেওয়া যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, আদালতের সাধারণ দৈনিক কর্মসময় শেষ হওয়ার প্রাক্কালে যে মামলার শুনানী বা সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করা হয়, কর্মসময় শেষ হওয়ার পরও উক্ত মামলার শুনানী বা সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ চলমান থাকিতে পারিবে।

- (৯) অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।
- (১০) উপ-ধারা (৯) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বিচারকার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লিখিত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিষয়টি তাহার উর্ধ্বতন সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালতকে অবহিত করিবে এবং উক্ত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে; বর্ধিত সময়ের মধ্যেও কোন মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন না হইলে বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মামলা অপর কোন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তর করার জন্য চেয়ারম্যান বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আইনজীবী সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ দরখাস্তের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালত মামলা স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারিবে।
- (১১) উপ-ধারা (১০) অনুসারে কোন মামলা যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তর করা হইবে সেই আদালত পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার যে পর্যন্ত কার্য সম্পাদন করিয়াছে তাহার পর হইতে অবশিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবে এবং মামলার নথি প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।
- (১২) উপ-ধারা (৯), (১০) ও (১১) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন না করা হইলে তজ্জন্য কে বা কাহারো দায়ী তাহা সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালত সংশ্লিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে সুপারিশ প্রেরণ করিবে এবং উক্তরূপ সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম ও ফলাফল উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন আকারে সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালতে দাখিল করিবে।
- (১৩) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ জারীর পূর্বে যে সকল মামলা বিচারার্থে দায়রা আদালতে প্রেরিত হইয়াছে সেই সকল মামলার বিচার সংশ্লিষ্ট দায়রা আদালত কর্তৃক এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত অধ্যাদেশ জারী করা হয় নাই।”।

৩৭। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের দ্বারা ৭৮ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের দ্বারা ৭৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দ্বারা ৭৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“৭৮। অপরাধের অনুসন্ধান, মামলা দায়ের এবং তদন্ত পদ্ধতি।—(১) এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোন অপরাধ সংক্রান্ত বিষয় সাধারণত একজন পরিদর্শক অনুসন্ধান করিবেন, তবে কোন বিশেষ ধরনের অপরাধ বা কোন নির্দিষ্ট অপরাধ সংক্রান্ত বিষয় অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তাহার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তাকেও ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) পরিদর্শক বা কর্মকর্তা, অতঃপর অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা বলিয়া উল্লেখিত, কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা অন্য যে কোন তথ্যের ভিত্তিতে, চেয়ারম্যানের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, এই ধারার অধীন কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেন।

(৩) কোন অপরাধের আনুষ্ঠানিক তদন্ত করার পূর্বে, অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা উক্ত অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতঃ একটি প্রাথমিক রিপোর্ট এতদুদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন এবং দ্বিতীয়োক্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে, ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন যে, বিষয়টি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করা অথবা এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানমালা অনুসারে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা আদৌ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা সমীচীন কি না এবং তদনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট থানায় একটি এজাহার দায়ের করিবেন যাহা অপরাধ সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য হিসাবে থানায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; অতঃপর উক্ত অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্র বিশেষে চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন এবং তিনি সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) কোন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুসারে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং তিনি, এই আইন ও ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা সাপেক্ষে, ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণ করিবেন।

(৬) আনুষ্ঠানিক তদন্তের পূর্বে অনুসন্ধান পর্যায়ে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আটককৃত বস্ত্র, সংগৃহীত নমুনা বা অন্যান্য তথ্য আনুষ্ঠানিক তদন্তের প্রয়োজনে বিবেচনা ও ব্যবহার করা যাইবে।

(৭) তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্তকারী কর্মকর্তা চেয়ারম্যানের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, তাহার তদন্ত রিপোর্টের মূল কপি এবং উক্ত রিপোর্টের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট মূল কাগজপত্র বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাখিল করিবেন এবং একটি অনুলিপি তাহার দপ্তরে এবং আরেকটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দিবেন; এবং এইরূপ রিপোর্ট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারার অধীন প্রদত্ত পুলিশি রিপোর্ট বলিয়া গণ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন দলিলপত্রের মূল কপি আদালতে দাখিল করা সম্ভব না হইলে উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রিপোর্টের সহিত আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সত্ত্বেও, অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে, উক্ত উপ-ধারার অধীন আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পূর্বে অনুসন্ধান বা, ক্ষেত্রমত, তদন্তকালে অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিল, বস্ত্র বা যন্ত্রপাতি আটক করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, উহা সরাইয়া ফেলা বা নষ্ট করা হইতে পারে।

(৯) যদি এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানভুক্ত কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, পূর্ণাঙ্গ ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের তদন্ত ও বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় করা সমীচীন, তাহা হইলে উক্ত অপরাধও উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তযোগ্য হইবে।

(১০) এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত অপরাধ সংক্রান্ত অনুসন্ধান, মামলা দায়ের এবং তদন্ত করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য সরকার কমিশন বহির্ভূত অন্য কোন কর্মকর্তাকে বা কোন শ্রেণীর কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিতে পারিবে।

(১১) ধারা ৬১ ও এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিদর্শক, অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।”।

৩৮। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৮০ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৮০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“৮০। মামলা পরিচালনা।—(১) আদালতে কমিশনের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত নিজস্ব আইনজীবী ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর এবং দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার ক্ষেত্রে বিশেষ সরকারী কৌসুলী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) আইন পেশায় অথবা বিচার কাজে কমপক্ষে ৭ (সাত) বৎসরের অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কেহ এই ধারায় কমিশনের আইনজীবী হিসেবে নিয়োগযোগ্য হইবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রীধারীদের ক্ষেত্রে কমিশন উক্ত অভিজ্ঞতার সময়সীমা শিথিল করিতে পারিবে।

(৪) কোন মামলার কোন পর্যায়ে যে কোন নিজস্ব আইনজীবী একবার বা একাধিকবার কমিশনের পক্ষে কাজ করিলে, পরবর্তীতে তিনি কমিশনে নিয়োজিত থাকুন বা না থাকুন, উক্ত মামলায় বা উক্ত মামলা হইতে উদ্ভূত কোন আপীল বা রিভিশন বা রিভিউ মামলায় কমিশনের বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবেন না।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর লংঘন Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972 (P.O. No. 46 of 1972) এর অনুচ্ছেদ ৩২ মোতাবেক অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কমিশন কর্তৃক নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগের শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং এইরূপ প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কমিশন, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, এই বিষয়ে অনুসরণীয় নিয়মাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৭) আদালতে কোন মামলা পরিচালনার সময় কমিশনের নিজস্ব আইনজীবীকে কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্মকর্তা সহায়তা করিতে পারিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা আদালতে হাজির থাকিয়া তাহার বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক দলিল পত্র পেশ করিতে পারিবেন।”।

৩৯। ২০০১ সনের ১৮নং আইনের ধারা ৮৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৮৩ এর উপ-ধারা (১) এর “সাব জজ” শব্দের পরিবর্তে “উপযুক্ত দেওয়ানী” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪০। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৮৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৮৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(খ) এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, কমিশনের নিকট নির্দিষ্ট সময়ান্তে দাখিলযোগ্য প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কোন ফরমে বা পদ্ধতিতে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি এবং কমিশনের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য সরবরাহ।”।

৪১। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৮৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৮৮ এর উপ-ধারা (১) এর “(Act of 1908)” বন্ধনী, শব্দগুলি ও সংখ্যার পরিবর্তে “(Act V of 1908)” বন্ধনী, শব্দগুলি ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪২। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৯০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯০ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর “লাইসেন্স গণ্য হইবে” শব্দগুলির পরিবর্তে “লাইসেন্স হিসাবে গণ্য হইবে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

তারিখ : ০৮ পৌষ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
২২ ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল
সচিব।